পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

[অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিধারার আলোকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও সংযত, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। মুদ্রানীতিতে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি পরিমিত ও স্থিতিশীল রাখার প্রয়াস, সন্তোষজনক উৎপাদন ও পর্যাপ্ত মজুদ সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের মূল্য কিছুটা স্তিমিত হওয়ায় বার মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬=১০০) জুন ২০১৩ শেষের ৬.৭৮ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৭.৫৪ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৫.২২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৮.৪৯ শতাংশে পৌঁছে। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৯.১৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৬.১৬ শতাংশে দাঁড়ায়। সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) জুন ২০১৩ শেষের ৮.০৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৭.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে জুন ২০১৩ শেষের ৮.২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৮.৯৬ শতাংশে দাঁড়ায়; তবে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৭.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ৫.২৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ১৫.৮৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৮.৯০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১১.১৮ শতাংশ ও ১০.৭৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১১.৯০ শতাংশ ও ১৩.৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে, ঋণ ও আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৩ শেষের ৫.১৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জানুয়ারি ২০১৪ শেষে ৪.৯৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়। এছাড়াও, মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাধ্যের মধ্যে আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।]

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি চাপের সন্তোষজনক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ২০১৪-১৫ অর্থবছর এর জন্য সর্তক, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বান্ধব মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। এ মুদ্রানীতির লক্ষ্য গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ (১৯৯৫-৯৬=১০০) এবং ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০ ধরে তা ৬.০-৬.৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা এবং পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে উৎপাদনশীল খাতগুলোয় প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা। এজন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Financial Inclusion উদ্যোগগুলো বিশেষতঃ কৃষি এবং এসএমই খাতে ঋণ যোগানের ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৬.২ শতাংশ ও ১৭.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সংগে সংগতিপূর্ণ এবং উদীয়মান এশিয় অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। নিট বৈদেশিক সম্পদের অর্জিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছরের প্রথমার্ধের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪ শতাংশ থেকে উর্দ্ধমুখী সংশোধন করে ১০.০ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়। এ জন্য নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি সামান্য কমে ১৯ শতাংশ থেকে ১৮.৬ শতাংশ ধার্য করা হয়। আন্তঃব্যাংক টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা পর্যাপ্ত তারল্য এবং সুদ হার ও বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। ফলে নীতিহার বা বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি অনুপাত (সিআরআর/এসএলআর) অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের অস্থির পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক নীতিতে অনেকগুলো উৎপাদন সহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণে নমনীয়তা, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ঋণের সুদহার হ্রাস এবং চামড়া ও সিরামিকস এর মতো নতুন খাতগুলোকে ইডিএফ-এর আওতায় আনা। এছাড়া, বর্গাচাষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের অর্থায়ন সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল যোগান এবং দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা দরিদ্র উদ্যোক্তাসহ নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ব্যাংকগুলোর জন্য এসব সেবা ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা ভবনগুলোর উন্নয়ন অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক জাইকা'র সহায়তায় একশ' কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে।

মুদ্রানীতির কার্যকর প্রয়োগ আরো সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলগুলো সুগম করার ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশেষতঃ সরকারি ও বেসরকারি ঋণের সেকেন্ডারি মার্কেট কার্যক্রম জোরদার করা ২০১৩-১৪ অর্থবছর এর মুদ্রানীতির অন্যতম প্রধান সম্পাতক্ষেত্র (Focus)। সার্বিকভাবে ব্যাংকগুলোর কঠোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসহ প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি বিশেষভাবে জোরদার করা হয়েছে। এজন্যে আধুনিক অনলাইন তথ্যপ্রযুক্তিও ব্যবহারে আনা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকসহ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদগুলোর সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তাদের ঋণ প্রবৃদ্ধির ওপর সীমা নির্ধারণ এবং বৃহৎ ঋণ, একক ঋণগ্রহীতার সীমার (single borrower exposure) অতিরিক্ত ঋণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন, ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত বিষয়াদি (off-balance sheet items) সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিত প্রতিবেদন সংগ্রহে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি প্রতিপূরণের (recapitalization) আগে তাদের ব্যবস্থাপনার এসব দিকে সুস্পষ্ট অগ্রগতি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

জানুয়ারি ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৬.২৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৮.৭৪ শতাংশ। জানুয়ারি ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১.১৭ শতাংশ ও ১১.০৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৩.৭৮ শতাংশ ও ১৪.৮৩ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথেই রয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণের প্রবৃদ্ধির নিম্নহার বিনিয়োগ ও উৎপাদন কর্মকান্ডে মন্থরতা এনেছে বলে ধরা যায় না; কারণ, অভ্যন্তরীণ ঋণের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই বর্ধিত মাত্রায় বৈদেশিক খাত থেকে স্বল্পমেয়াদি বাণিজ্যিক ঋণ এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প ঋণ নিয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৪৩ শতাংশে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৭.০২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীলকরণের লক্ষ্যে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও উৎপাদনশীল এবং অগ্রাধিকার খাতে ঋণের যোগান অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া, এফডিআই ও এফপিআই (ফরেন পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট) অন্তঃপ্রবাহ এবং প্রবাসীদের কাছ থেকে আসা রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ এবং রপ্তানি আয় নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ৩৬.৪৩ শতাংশ যা মুদ্রানীতি কার্যক্রমের প্রক্ষেপণের চেয়ে অনেকটা উচ্চতর মাত্রায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রয়ের পরেও টাকার বিনিময় হারে উর্ধ্বমুখী চাপ বজায় রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৭ এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৪,১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। এ চাপ মোকাবেলা করেও টাকার মান স্থিতিশীল রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রচেষ্টা বেশ সফলও প্রমাণিত হচ্ছে। একইসঙ্গে রপ্তানি ও আমদানি উভয় খাতের স্বার্থ সংরক্ষণের দিক মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক এই নীতি-কৌশল অবলম্বন করেছে।

সংযত মুদ্রানীতি, সন্তোষজনক উৎপাদন ও পর্যাপ্ত মজুদ সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের মূল্য কিছুটা স্তিমিত হওয়ায় বার মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬=১০০) জুন ২০১৩ শেষের ৬.৭৮ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৭.৫৪ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৫.২২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৮.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৯.১৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৬.১৬ শতাংশে দাঁড়ায়। সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) জুন ২০১৩ শেষের ৮.০৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৭.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি

সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে জুন ২০১৩ শেষের ৮.২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৮.৯৬ শতাংশে দাঁড়ায়; তবে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৩ শেষের ৭.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৫.২৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (Money and Credit Situation)

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা (Trends in Monetary Aggregates)

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money-M1) প্রবৃদ্ধি ১৫.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money-M2) এবং রিজার্ভ মুদ্রার (Reserve Money-RM) প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধির কারণে সার্বিকভাবে সংকীর্ণ মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে, মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির হ্রাসের ফলে সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কমেছে। এছাড়া, নিট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	ফেব্রুয়ারি ১৩	ফেব্রুয়ারি ১৪
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৭.৬২	১৮.২৩	১১.৯৯	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১০.৩৪	১৫.১৮
ব্যাপক মুদ্রা	১৭.০৬	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৮.৯০	১৫.৮৫
রিজার্ভ মুদ্রা	১৭.৯	১৯.৭৮	৩১.৪৫	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৮.০৪	১৩.৩২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে ১২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৪২ শতাংশ। বছরভিত্তিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.১৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সংকীর্ণ মুদ্রা ১০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১১.২৪ শতাংশ ও তলবি আমানত ২০.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৪.৫৬ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৫.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০১৩ শেষে ৬,০৩,৫০৫.৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১২ শেষে ৫,১৭,১০৯.৫ কোটি টাকা ছিল। বছর ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬২,৩১১.৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৭৪ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে ১৪.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ের ব্যবধানে তলবি আমানত ২০.৫০ শতাংশ এবং মেয়াদি আমানত ১৬.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে যা যথাক্রমে ৫.১২ ও ২১.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১০	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ১৩	ফেব্রুয়ারি ১৪
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	৬৭,০৭৩.৭	৭০,৬২০.০	৭৮,৮৬০.৩	১,১৩,৩৮৪.৮	১,০৪,৫৬৭.২	১,৪৩,১৭১.৩
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২,৯৫,৯৫৭.৪	৩,৬৯,৯০০.০	৪,৩৮,২৪৯.২	৪,৯০,১২০.৬	৪,৬৭১১৫.০	৫,১৯,১৪০.১
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ১/	৩,৪০,২১৩.৬	৪,৩৩,৫২৫.৯	৫,১৮,২০৬.৭	৫,৭১,৭৩৭.১	৫,৫৪,৭৯৮.৯	৬,০৮,৮০৯.৩
১) সরকারি খাত (নিট)	৫৪,৩৯২.৩	৭৩,৪৩৬.১	৯১,৮৯৯.২	১,১০,১২৪.৬	৯৭,৩৫৬.১	১,১৬,০২০.৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৫,০৬০.৭	১৯,৩৭৭.১	১৮,৪০৫.৯	৯,৪৫৫.৩	২৩,৮১৪.৮	১২,৬১২.৩
৩) বেসরকারি খাত	২,৭০,৭৬০.৬	৩,৪০,৭১২.৭	৪,০৭,৯০১.৬	৪,৫২,১৫৭.২	৪,৩৩,৬২৮.০	৪,৮০,১৭৬.৪
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৪৪,২৫৬.২	-৬৩,৬২৫.৯	-৭৯,৯৫৭.৫	-৮১,৬১৬.৫	-৮৭,৬৮৩.৯	-৮৯,৬৬৯.২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	৮৭,৯৮৮.৩	১,০৩,১০১.১	১,০৯,৭২১.৪	১,২৩,৬০৩.১	১,১৪,৮৪৪.৪	১,৩২,২৭৮.০
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৪৬,১৫৭.১	৫৪,৭৯৫.১	৫৮,৪১৭.১	৬৭,৫৫২.৯	৬৫,৯৬৩.৭	৭৩,৩৭৮.২
খ) তলবি আমানত২/	৪১,৮৩১.২	৪৮,৩০৬.০	৫১,৩০৪.৩	৫৬,০৫০.২	৪৮,৮৮০.৭	৫৮,৮৯৯.৮
৪. মেয়াদি আমানত	২,৭৫,০৪২.৮	৩,৩৭,৪১৮.৯	৪,০৭,৩৮৮.১	৪,৭৯,৯০২.৩	৪,৫৬,৮৩৭.৮	৫,৩০,০৩৩.৪
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৩,৬৩,০৩১.১	৪,৪০,৫২০.০	৫,১৭,১০৯.৫	৬,০৩,৫০৫.৪	৫,৭১,৬৮২.২	৬,৬২,৩১১.৪
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	৪১.৩৩	৫.২৯	১১.৬৭	৪৮.৮৯	৪৯.৮৯	৩৬.৯২
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.৮৪	২৪.৯৮	১৮.৪৮	১১.৮৪	১৩.৬৪	১১.১৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭.৯০	২৭.৪৩	১৯.৫৩	১০.৩৩	১১.৯০	১১.১৮
১) সরকারি খাত (নিট)	-৬.৫২	৩৫.০১	২৫.১৪	১৯.৮৩	৮.২৫	১৯.৫২
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২১.০৭	২৮.৬৬	-৫.০১	-৪৮.৬৩	১১.৮৪	-২৫.৩৮
৩) বেসরকারি খাত	২৪.২৪	২৫.৮৪	১৯.৭২	১০.৮৫	১৩.৯৬	১০.৭৩
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নিট)	১২.০১	৪৩.৭৭	২৫.৬৭	২.০৭	২.৭৭	১১.৪১
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১০.৩৪	১৫.১৮
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	২৮.০৪	১৮.৭১	৬.৬১	১৫.৬৪	১৪.৫৬	১১.২৪
খ) তলবি আমানত	৩৭.৭০	১৫.৪৮	৬.২১	৯.২৫	৫.১২	২০.৫০
৪. মেয়াদি আমানত	১৯.৫৫	২২.৬৮	২০.৭৪	১৭.৮০	২১.২৭	১৬.০২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৮.৯০	১৫.৮৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বি. দ্রঃ ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।

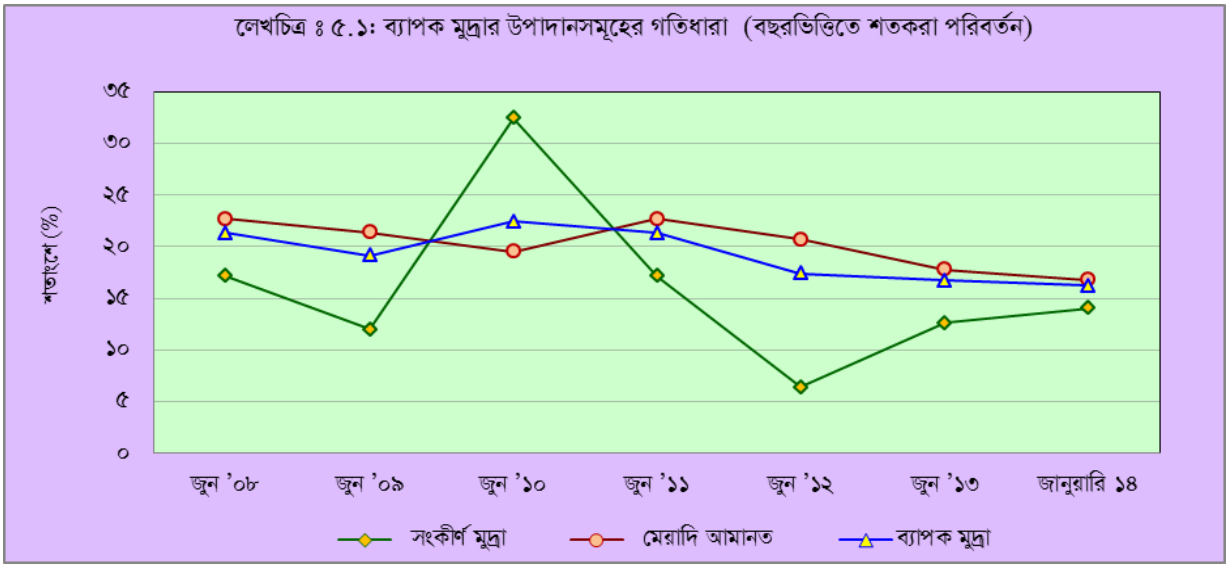

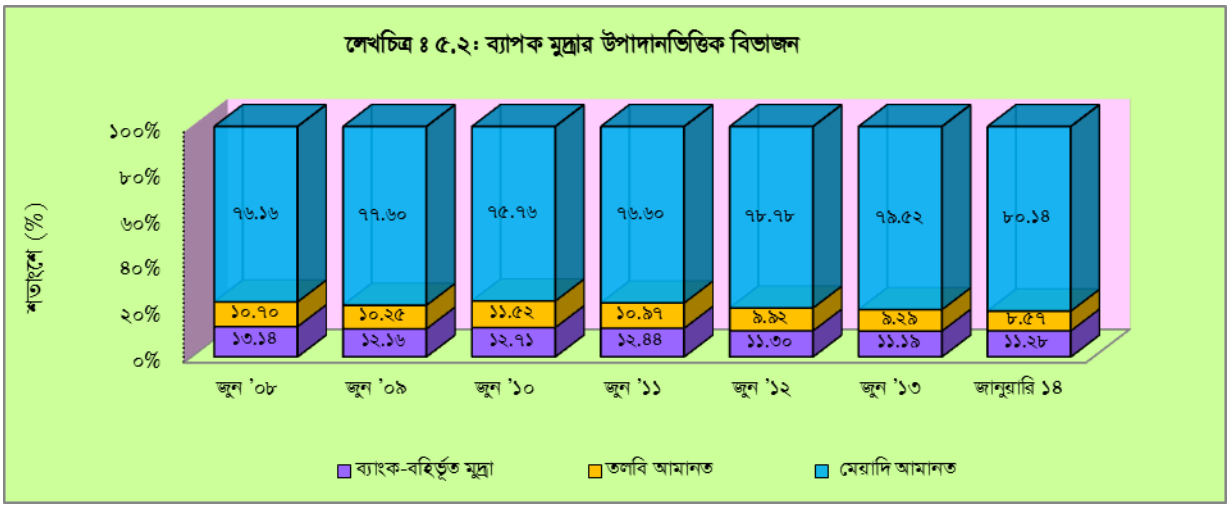

অভ্যন্তরীণ ঋণ

বার্ষিক ভিত্তিতে ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.৩৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৫৩ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৯০ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৭৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৯৬ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নিট ঋণ বৃদ্ধি পায় ১৯.৫২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৮.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে সরকারি খাতের নিট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৯.০৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৭৮.৮৭ শতাংশ, জুন'১৩ শেষে যা ৭৯.০৮ শতাংশ ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারের গৃহীত অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে সরকারের গৃহীত অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (অধ্যায় চার, সারণি-৪.৮)।

এ ধারা অব্যাহত থাকলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রাপ্তিতে নেতিবাচক (Crowding-out effect) প্রভাব পড়তে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ১,১২,৪৮৯.৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে ৯৭,৮০২.৭ কোটি টাকা ছিল। বার্ষিক ভিত্তিতে জুন ২০১৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার ১৫.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৯ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ৪৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা অর্থবছর ২০১১-১২ শেষে মাত্র ১২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ৩৮.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫২.৩০ শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার কমেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বার্ষিক ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.২৫ শতাংশ।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জুন ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ১৩	ফেব্রুয়ারি ১৪
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৫০,৪৬৫.৪	৬০,৫২৬.৯	৬৪,৮৯৬.৫	৭৫,৩৭২.৩	৭২,৭৮০.১	৮০,৪৮৪.৭
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৩,৪৬৮.০	২৯,০০৭.৭	৩২,৬৬২.৩	৩৬,৮০৩.৪	৩৪,০৬৮.৬	৪০,৬০৫.৭
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২০৯.৪	১৯৯.৮	২৪৩.৯	৩১৩.৭	৩১৯.০	৩৫৬.৫
৪. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)+(৩)]	৭৪,১৪২.৮	৮৯,৭৩৪.৪	৯৭,৮০২.৭	১১,২৪৮৯.৪	১,০৭,১৬৭.৭	১,২১,৪৩৮.৬
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২৭.৯৩	১৯.৯৪	৭.২২	১৬.১৪	১৪.২৭	১০.৫৯
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-২১.২৫	২৩.৬১	১২.৬০	১২.৬৮	২৬.৯২	১৯.১৯
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৪৮.৩০	-৪.৫৮	২২.০৭	২৮.৬২	২৩.৯৮	৯.১৫
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৭.২৫	১৩.৩২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জুন ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ১৩	ফেব্রুয়ারি ১৪
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ	৬১,২০৪.৯	৬১,৩৮৮.৭	৬৮,৯৭১.৭	১,০৩,২৪৬.০	৯৪,০২৮.৬	১,৩০,৩৮০.৩
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২,৯৩৭.৯	২৮,৩৪৫.৭	২৮,৮৩১.০	৯,২৪৩.৪	১৩,১৩৯.১	-৮,৯৪১.৭
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৩২,২৯২.৫	৫৪,৫৩৯.৯	৬৫,২৯৭.৪	৪২,৮২২.৭	৪৯,০৬৪.৩	২৫,৩০৭.৬
ক.১. সরকারের নিকট	২২,৩২০.৬	৩২,০৪৯.৭	৩৮,০৪৪.০	২৭,০৬৯.০	৩১,১২২.৬	১৩,৩৫৫.৭
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৮৩০.৭	৭৩৭.৭	১,০২৭.৩	১,৩৫৪.৫	১,২৭৫.৭	১,২৯৬.০
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৬,৬১৩.৯	১৮,৬০৮.৮	২২,৬২৭.৪	১০,২১৯.০	১২,৭০৯.০	৬,৪৪৩.৬
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	২,৫২৭.৩	৩,১৪৩.৭	৩,৫৯৮.৭	৪,১৮০.২	৩,৯৫৭.০	৪,২১২.৩
খ. অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-১৯,৩৫৪.৬	-২৬,১৯৪.২	-৩৬,৪৬৬.৪	-৩৩,৫৭৯.৩	-৩৫,৯২৫.২	-৩৪,২৪৯.৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)]	৭৪,১৪২.৮	৮৯,৭৩৪.৪	৯৭,৮০২.৭	১,১২,৪৮৯.৪	১,০৭,১৬৭.৭	১,২১,৪৩৮.৬

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জুন ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ১৩	ফেব্রুয়ারি ১৪
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ	৪১.৫৩	০.৩০	১২.৩৫	৪৯.৬৯	৫২.৩০	৩৮.৬৬
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৫০.৫২	১১৯.০৯	১.৭১	-৬৭.৯৪	-৫৫.৭০	-১৬৮.০৫
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	-১৬.৪১	৬৮.৮৯	১৯.৭২	-৩৪.৪২	-২০.৫৯	-৪৭.৩৯
ক.১. সরকারের নিকট	-২২.৯১	৪৩.৫৯	১৮.৭০	-২৮.৮৫	-২১.৫৮	-৫৭.৭১
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২.৮০	-১১.২০	৩৯.২৬	৩১.৮৫	৮৬.৫১	১.৫৯
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৩.৪০	১৮১.৩৬	২১.৬০	-৫৪.৮৪	-৩০.২৬	-৪৯.৩০
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	২৪.৯৮	২৪.৩৯	১৪.৪৭	১৬.১৬	২৩.৪৪	৬.৪৫
খ. অন্যান্য সম্পদ (নিট)	৫৫.০০	৩৫.৩৪	৩৯.২২	-৭.৯২	১৩.১০	-২.০৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	৬.৮৫	**২১.০৩**	৮.৯৯	১৫.০২	১৭.২৫	১৩.৩২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ।

২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ২৮.৮৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে ১৮.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৫৪.৮৪ শতাংশ হ্রাস পায়, যা ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে ২১.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে বছরভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.২৫ শতাংশ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ৩৮.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তবে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৬৮.০৫ শতাংশ হ্রাস পায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৫৫.৭১ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২১.৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৪৯.৩০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩০.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৮৬.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১২ শেষের ৫.২৮৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৩ শেষে ৫.৩৬৫ এ দাঁড়ায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি হওয়ায় মুদ্রা গুণক জুন ২০১৩ এর তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ৫.৪৫৪ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে রিজার্ভ/আমানত অনুপাত জুন ২০১৩ শেষের ০.০৮৪ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ০.০৮২ এবং মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১২৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১২৫ এ দাঁড়ায়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ২০১১-১২ অর্থবছর শেষের ১.৭৮ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে ১.৭২-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ১.৮১ শতাংশ ছিল। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) নির্দেশ করে। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

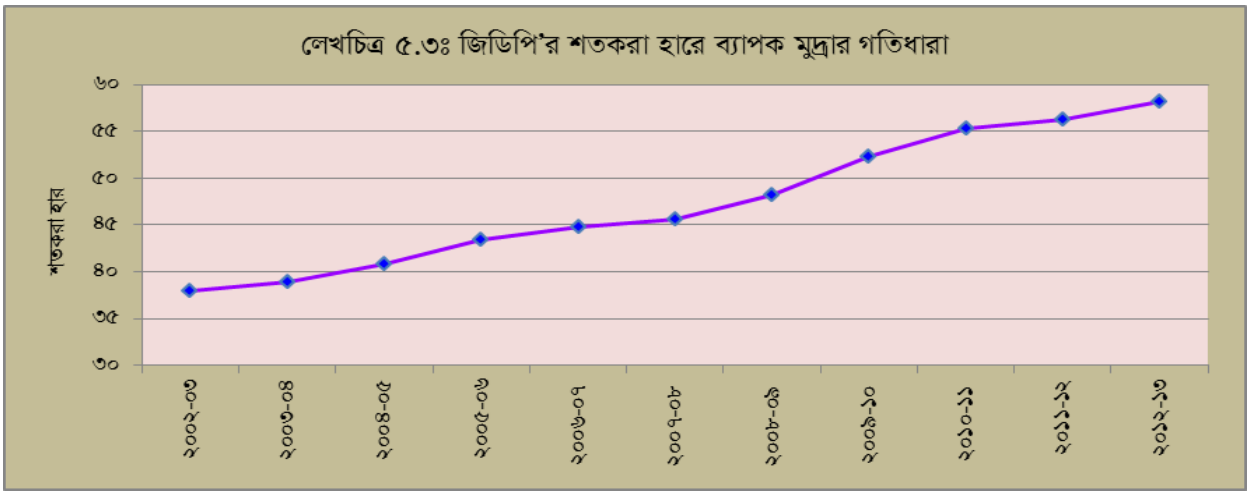

সারণি-৫.৫ঃ মুদ্রার আয় গতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা
২০০২-০৩	৩,০০,৫৮০	১,১৩,৯৯৪.৫	২.৬৪	৩৭.৯২
২০০৩-০৪	৩,৩২,৯৭৩	১,২৯,৭২১.২	২.৫৭	৩৮.৯৬
২০০৪-০৫	৩,৭০,৭০৭	১,৫১,৪৪৬.৪	২.৪৫	৪০.৮৫
২০০৫-০৬	৪,১৫,৭২৮	১,৮০,৬৭৪.২	২.৩০	৪৩.৪৬
২০০৬-০৭	৪,৭২,৭৭৭	২,১১,৫০৪.৪	২.২৪	৪৪.৭৪
২০০৭-০৮	৫,৪৫,৮২২	২,৪৮,৭৯৪.৯	২.১৯	৪৫.৫৮
২০০৮-০৯	৬,১৪,৭৯৫	২,৯৬,৪৯৯.৭	২.০৭	৪৮.২৩
২০০৯-১০	৬,৯৪,৩২৪	৩,৬৩,০৩১.২	১.৯১	৫২.২৯
২০১০-১১	৭,৯৬,৭০৪	৪,৪০,৫১৯.৯	১.৮১	৫৫.২৯
২০১১-১২	৯,১৮,১৪১	৫,১৭,১০৯.৫	১.৭৮	৫৬.৩২
২০১২-১৩*	১০,৩৭,৯৮৭	৬,০৩,৫০৫.৪	১.৭২	৫৮.১৪

*সাময়িক

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন সময় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সকল নির্দেশনার আওতায় ব্যাংকসমূহ আমানত ও ঋণের সুদ/মুনাফা হার মাসে শুধুমাত্র একবার পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত সুদ হার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয় অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অঙ্ক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু Consumer Financing এর আওতায় নতুন ঋণ যোগানে গৃহ নির্মাণ খাতে ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৭০:৩০ এবং মোটর কার ঋণসহ অন্য সব ধরনের Consumer Financing এ ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৩০:৭০ অনুসরণ করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার এর ক্ষেত্রে মিশ্র গতি পরিলক্ষিত হয়। ঋণের গড়-ভারিত সুদ হার জুন ২০১২ শেষে ১৩.৭৫ শতাংশ ছিল, যা জুন ২০১৩ শেষে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৩.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়।

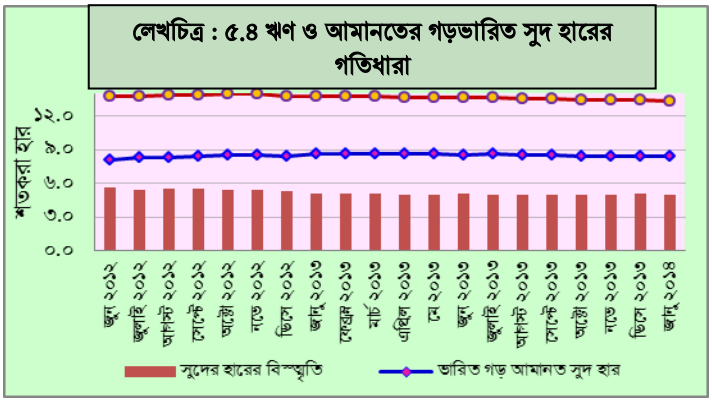

তবে জানুয়ারি ২০১৪ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ১৩.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের গড়ভারিত সুদ হার জুন ২০১২ শেষে ৮.১৫ শতাংশ ছিল যা, জুন ২০১৩ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৫৪ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের গড়ভারিত সুদ হার জানুয়ারি ২০১৪ শেষে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৮.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন ২০১২ শেষের ঋণ ও আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.৬০ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৩ শেষে ৫.১৩ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের গড়ভারিত সুদ হার এবং ঋণের গড়-ভারিত সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৩ শেষের ৫.১৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জানুয়ারি ২০১৩ শেষে ৪.৯৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়। জুন ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের গড়ভারিত সুদ হার, আমানতের গড়ভারিত সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান উপর্যুক্ত লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হয়েছে।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-owned Commercial Banks-SCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশে চার ধরণের তফসিলি ব্যাংক কার্যরত। ব্যাংকসমূহের প্রকারভেদ হচ্ছেঃ সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক, এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৪টি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংক দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে; ব্যাংকসমূহ হচ্ছেঃ জাতীয় সমবায় ব্যাংক, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক, এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের ৪৯৬২টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ডিসেম্বর, ২০১৩ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি-৫.৬ ও লেখচিত্র ৫.৫-এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি: ৫.৬ঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো*

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪	৩৫২০	২৬.৩৬	২৬.৪৬
বিশেষায়িত ব্যাংক	৪	১৪৯৪	৫.৬৯	৫.৪৩
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	৩৬০২	৬১.৮৫	৬২.৭২
বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৯	৬.১১	৫.৩৯
মোট	**৫৬**	**৮৬৮৫**	**১০০**	**১০০**

* ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত, উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

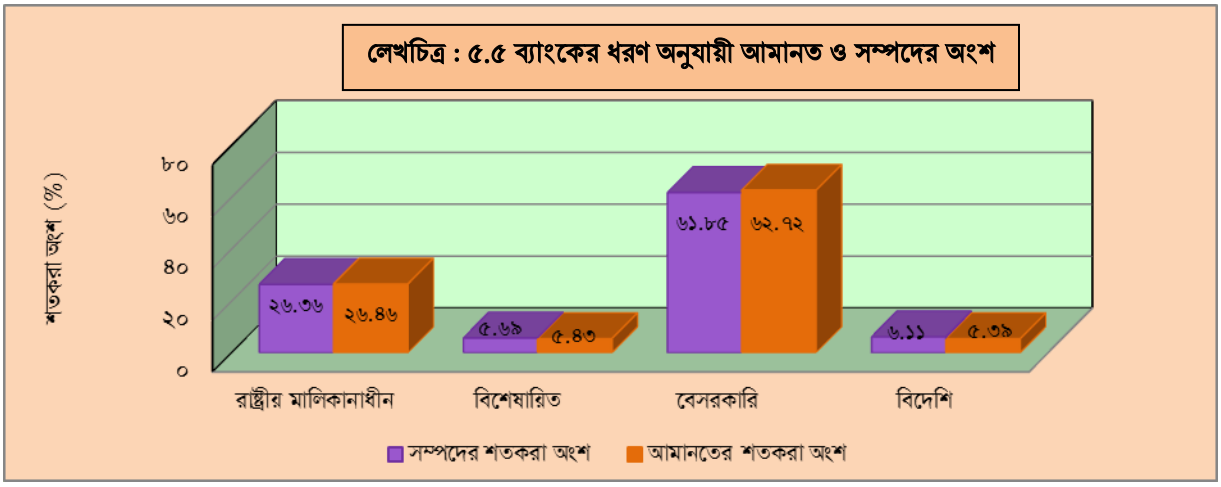

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার বিস্তার

ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ৮,৬৮৫টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৯টি বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাংক ও ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে। বাংলাদেশে মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে ৩,৭২৩টি ও ৪,৯৬২টি অবস্থিত, যা শতকরা হারে যথাক্রমে ৪২.৮৭ ভাগ ও ৫৭.১৩ ভাগ। মোট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১,২৬৮টি শহরাঞ্চলে ও ২,২৫২টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত (শতকরা হারে যথাক্রমে ৩৬.০২ ভাগ ও ৬৩.৯৮ ভাগ), স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ২,২০৮টি শহরাঞ্চলে ও ১,৩৯৪টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত (শতকরা হারে যথাক্রমে ৬১.৩০ ভাগ ও ৩৮.৭০ ভাগ), বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১৭৮টি শহরাঞ্চলে ও ১,৩১৬টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত (শতকরা হারে যথাক্রমে ১১.৯১ ভাগ ও ৮৮.০৯ ভাগ) এবং বিদেশি ব্যাংকের ৬৬টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলে কোন শাখা নেই। ডিসেম্বর, ২০১৩ শেষে বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার বিস্তার লেখচিত্র ৫.৬ ও সারণি ৫.৭-এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৭ঃ অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার বিস্তার

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			শাখার সংখ্যা (শতাংশে)		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪	১,২৬৮	২,২৫২	৩,৫২০	৩৬.০২	৬৩.৯৮	১০০
বিশেষায়িত ব্যাংক	৪	১৭৮	১,৩১৬	১,৪৯৪	১১.৯১	৮৮.০৯	১০০
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২,২০৮	১,৩৯৪	৩,৬০২	৬১.৩০	৩৮.৭০	১০০
বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৯	০	৬৯	১০০	০	১০০
মোট	৫৬	৩,৭২৩	৪,৯৬২	৮,৬৮৫	৪২.৮৭	৫৭.১৩	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত

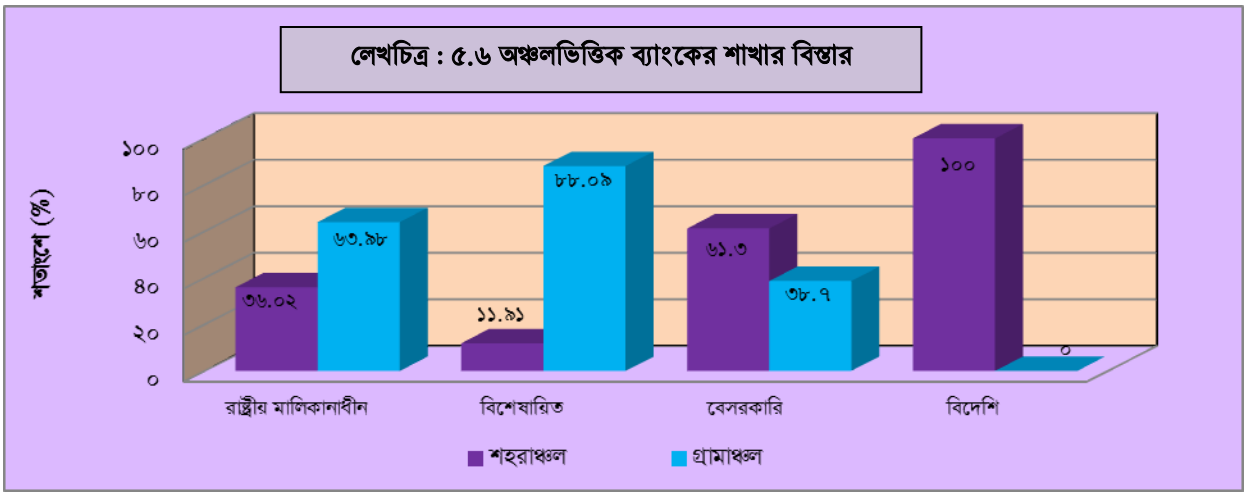

ব্যাসেল-২ বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তিকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও সুসংহতকণের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ নীতিমালার আলোকে জানুয়ারি ০১, ২০১০ তারিখ হতে বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-২ regime এ প্রবেশ করেছে। ব্যাংকিং খাতের মূলধন সংরক্ষণ আরও ঝুঁকি সহনশীল ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স 'Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (RBCA)' এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন সংরক্ষণের রীতি অনুসৃত হচ্ছে। ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জারিকৃত RBCA গাইডলাইন্স-এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে তাদের নিরূপিত মোট ঝুঁকিভারিত সম্পদের অন্যূন শতকরা ১০ ভাগ হারে ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন (MCR) সংরক্ষণের রীতি প্রচলিত আছে। তদানুসারে, ডিসেম্বর ২০১৩ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়িয়েছে ১১.৫২ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১২ ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার (১০.৪৬ শতাংশ) এর তুলনায় বেশি।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল সহজ উপায়ে মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাধ্যের মধ্যে আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া। প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে- যেমন, চার্জ ও ফি ব্যতীত কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য সহজে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ১০/-টাকার হিসাবধারীসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষজনদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০.০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১০/- টাকায় কৃষকের ৯৬,৭৫,৩১৩টি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের ৩০,০৭,৩৪৬টি, মুক্তিযোদ্ধাদের ১,৩৮,৯৯৮টি, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের ১২,৯৪৫টি, অতি-দরিদ্র মহিলা, শ্রমিক, আইলা-দূর্গতদের ১০,১০,৫৩২টি হিসাব খোলা হয়েছে। অর্থাৎ, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উল্লিখিত খাতে মোট ১,৩৮,৪৫,১৩৪টি ব্যংক হিসাব খোলা হয়েছে।

স্কুল ব্যাংকিং

সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক তথা ব্যাংকিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং প্রচলন করার জন্য সব তফসিলি ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকগুলোর স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত স্কুল ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪৬টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০১৩ শেষে ৪৬টি ব্যাংকে মোট স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ২,৮৬,৫৪৪টি যার বিপরীতে মোট জমা স্থিতি ৩০৪.৬৫ কোটি টাকা।

গ্রীণ ব্যাংকিং

দেশের ইটভাটা গুলোতে কার্বন নির্গমণ হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটার চুল্লীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে "Financing Brick Kiln Efficiency Improvement" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪০০ কোটি টাকার (৫০মিলিয়ন মার্কিন ডলার) একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য ২৬টি ব্যাংক ও ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় Fixed Chimney Kiln হতে Improved Zigzag Kiln এ রূপান্তর, Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) ও Tunnel Kiln প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রকল্পে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দাবীর প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ৭৪.৮৩ কোটি টাকা (৯.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দেশে কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ১৭৬টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ৬,৭৫৭.৮৮ কোটি টাকা তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৮০.১২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৩ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৬,৪৯৪.৫৯ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ১৯,৪৯৯.৬৮ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারেও তারা বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৩ শেষে প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৭০০.৪৮ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়া ঋণ/লীজের পরিমাণ ৩১,৬৭৫.২৫ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজের পরিমাণ ১,৭৬৭.৫১ কোটি টাকা এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজের হার ৫.৫৮ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh জারি করা হয়। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে 'অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩' কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,২৬,৮২২টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৫,৭২৯.৯৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ৯১,৬০৮টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৯,৩৬২.৫২ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং খাতের সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং(সিবিএসপি)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজনেস প্রসেস স্বয়ংক্রিয়করণ এবং বৃহৎ পরিসরে আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি দক্ষ ও গতিশীল কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলা, যা দেশে একটি শক্তিশালী এবং টেকসই আর্থিক খাত তৈরিতে সহায়ক হবে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদানের (আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন এবং সক্ষমতা গঠন) অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি'১৪ পর্যন্ত) বিভিন্ন কার্যক্রম ও সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হ'ল:

- বাংলাদেশ ব্যাংকে সম্প্রতি স্থাপিত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার সাথে সাযুজ্য রেখে অফিস লে-আউট আধুনিকায়নের কাজ করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ের এনেক্স-২ বিল্ডিংয়ের ২৪টি ফ্লোর আধুনিকায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ১৮টি তলায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য তলার কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীলকরণের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্ভব হবে। বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলসহ অন্যান্য রিকারেন্ট পেমেন্ট অনলাইনে করা যাবে। তাছাড়া এই সুইচ বাস্তবায়নের ফলে সকল প্রকার ক্রেডিট কার্ডের দেশিয় লেনদেন দেশেই নিষ্পত্তি হবে। সেটেলমেন্ট ফি হিসেবে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। ডিসেম্বর ২০১২ এ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এতে চারটি ব্যাংক যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে এতে যুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যহত রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লেনিং (ইআরপি) সফটওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন, মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।
- Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN)-এর মাধ্যমে সরকারি পরিশোধ কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারি বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ট্রেজারি বিল/বন্ড বিক্রয়, পুনঃক্রয়, সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে একটি ডেটা ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সকল প্রকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এই তথ্য ভান্ডারের সকল তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংকে সাম্প্রতিক পরিবর্তিত স্বয়ংক্রিয় কর্ম পরিবেশে কাজ করার উপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ট্রেনিং নীড অ্যাসেসমেন্ট (টিএনএ) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কর্মসূচি সম্পাদন করা হচ্ছে।
- দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণকে অধিকতর সেবা প্রদান করার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি)'র আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্ম প্রক্রিয়া সমূহকে স্বয়ংক্রিয়করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে নতুন প্রভিশন সংরক্ষণ এবং ঋণ ও প্রভিশনের সার্কুলার আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রক্ষিতব্য প্রভিশনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোর ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোকে সরকার ডিসেম্বর ২০১৩ এ ৪,১০০ কোটি টাকা পুনঃমূলধন হিসেবে প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে আলোচ্য ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সরকার কর্তৃক পুনঃমূলধন প্রদান করায় এবং শ্রেণিকৃত ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ায় ব্যাসেল-২ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৩ ভিত্তিক তথ্যানুযায়ী আলোচ্য ব্যাংকগুলোর কোন মূলধন ঘাটতি নেই। উল্লেখ্য, সমঝোতা স্মারকের আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যালোচনা অব্যাহত আছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার, আন্তর্জাতিকমানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- স্টেকহোল্ডারগণকে সামগ্রিক আর্থিক খাতের গতি-প্রকৃতি এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে এ বিষয়ে তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২০১৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- সিস্টেমিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী নিয়মিতভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করতঃ উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও আগাম সতর্কতা সংকেত প্রদান করা হচ্ছে।
- আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত/অনুধাবন করার নিমিত্তে একটি বিশ্বমানের উন্নত ঝুঁকি নিরূপণ ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত Financial Projection Model (FPM) ব্যাংকগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং আন্তঃসম্পর্কের কারণে উদ্ভুত ঝুঁকি নিরূপণের নিমিত্তে প্রস্তুতকৃত Interbank Transaction Matrix এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
- ব্যাংকিং তথা আর্থিক ব্যবস্থায় Domestic Systemically Important Bank (DSIB) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও এ সকল ব্যাংক তদারকির জন্য বিশেষ কৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্দ্ধগতি কালীন অনাকাঙ্খিত ঋণ প্রবৃদ্ধি রোধ করার লক্ষ্যে Counter Cyclical Capital Buffer গঠন এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে উক্ত বাফার ঋণ প্রবাহের কাজে ব্যবহার করে আর্থিক ব্যবস্থার Procyclicality রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩-১৪ মেয়াদে এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২০টি দেশের ২৪টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক/আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত SEANZA (South East Asia New Zealand and Australia) Forum of Banking Supervisors এর Chair and Host হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে SEANZA Advisors' Meeting আয়োজন করেছে।

- দেশিয় আর্থিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন কৌশল নির্ধারণ ও ক্ষেত্র উন্মোচন, মূলধন বাজার ও বীমা খাতের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ, সামগ্রিক ঋণ প্রবৃদ্ধির গতিধারা ও বেসরকারি খাতের ঋণের উপর সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান, ম্যাক্রো-স্ট্রেস টেস্টিং-এর পদ্ধতি ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারসংশ্লিষ্ট পেমেন্ট সিস্টেম-এর উন্নতিসাধন ও এ সংক্রান্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অবস্থা ও গতিপ্রকৃতি নিরূপণ এবং বীমাখাত এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ফার্ম, ইনভেস্টমেন্ট ফার্মসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় কিন্তু, আর্থিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- SME গ্রাহকদের রেটিং করার জন্য সংশোধিত "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (RBCA)" অনুযায়ী SME Rating সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ সংশোধন করে SME Rating Methodology জারি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত রেটিং কোম্পানিগুলোর রেটিং Notch সমূহের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেডের সমতায়ন (mapping) করা হয়েছে।

- তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষ্যে শ্রমিকগণ তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কর্মরত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত আইডি কার্ডের বিপরীতে ১০০ (একশ) টাকা জমাকরণপূর্বক নিজ নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

- দেশব্যাপী আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল ব্যাংক শাখায় জরুরি ভিত্তিতে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর জন্য একটি পরিপত্রের মাধ্যমে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যথাশীঘ্র Core Banking Solution (CBS) এবং আন্তঃশাখা সংযোগ নেটওয়ার্ক (Inter-branch Connectivity Network) স্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ইতোমধ্যে দেশে কার্যরত ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৫০টি ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে আংশিক (সীমিত সংখ্যক শাখায়) অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। রূপালী এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং বাস্তবায়নের কার্যক্রম বিবেচনাধীন রয়েছে।

- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ঝুঁকিভিত্তিক গাইডলাইন্স (Asset-Liability Management, Credit Risk Management, Internal Control & Compliance, Information Communication Technology, Small Enterprise Financing এবং Consumer Financing)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে।

- ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে তথ্য প্রাপ্তির সময়গত ব্যবধান হ্রাস পেয়ে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। তাৎক্ষণিক তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে ব্যাংক/শাখাগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে শুধুমাত্র ঝুঁকি চিহ্নিত এলাকাগুলোতে পরিদর্শন করা হলে তা' অত্যান্ত ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

- ট্রেজারি বন্ড/বিলের লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের MI Module এ হিসাবধারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের গ্রাহকদের জন্য Business Partner ID (BP ID) হিসাব খুলে প্রয়োজন মোতাবেক ট্রেজারি বিল/বন্ড প্রাইমারি অকশনে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং Over The Counter (OTC) Trade/Trader Work Station (TWS) ব্যবস্থায় সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়ও করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রাইমারি ডিলার ব্যাংক সক্রিয়ভাবে এই ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করছে; অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও অনুরূপভাবে স্বীয় গ্রাহকদের ট্রেজারি বিল/বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সক্রিয় হতে এবং এ প্রসংগে গ্রাহকদের যাচিত তথ্য ও সহযোগিতা ত্বরিতভাবে যোগানে সক্রিয় হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

- বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা উদারীকরণের ধারাবাহিকতায় এজেন্সি সার্ভিসের বিপরীতে One-off basis-এ প্রাপ্ত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স নগদায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যেমন ইনভয়েস, চুক্তিপত্র ইত্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্রাহকের আবেদনের যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার পর এবং প্রযোজ্য সমুদয় কর কর্তনপূর্বক আগত রেমিট্যান্স বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক নগদায়ন করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- বাংলাদেশে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং UK সরকার এর Department for International Development (DFID) এর সাথে Financial Literacy Project বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিডিয়া ফার্ম এশিয়াটিক কমিউনিকেশন Financial Literacy Project বাস্তবায়নের কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দুটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন তৈরি ও বিটিভি সহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার; দশটি রেডিও বিজ্ঞাপন তৈরি ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার; পত্রিকার জন্য ০৩টি বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রধান ০৩টি পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে Financial Literacy নামে একটি ওয়েব লিংক তৈরি করা হয়েছে যেখানে জনগণের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ উন্নতিকল্পে লেখা, খেলাধূলা, অর্থনৈতিক গণনা যন্ত্র এবং বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ের তথ্যাবলির সংযোজন করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ (Oversight), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ্ এর উন্নয়ন ও ই-পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, পেমেন্ট সিস্টেমস্ সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন, রেমিটেন্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ, এবং RTGS বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১০ চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (Cheque Imaging and Truncation System-CITS) প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)-এর সরাসরি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অক্টোবর ২০১১ হতে দেশব্যাপী t+০ (হাই ভ্যালু চেক এর ক্ষেত্রে) ও t+১ (রেগুলার চেক এর ক্ষেত্রে) সময়কালে চেক নিকাশ সম্ভবপর হচ্ছে।
- দেশব্যাপী আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সকল ব্যাংক শাখায় জরুরি ভিত্তিতে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর জন্য একটি পরিপত্রের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যথাশীঘ্র Core Banking Solution (CBS) এবং আন্তঃশাখা সংযোগ নেটওয়ার্ক (Inter-branch Connectivity Network) স্থাপন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দেশে কার্যরত ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৫০টি ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে আংশিক (সীমিত সংখ্যক শাখায়) অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রূপালী এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং বাস্তবায়নের কার্যক্রম বিবেচনাধীন আছে।

- ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) ক্রেডিট লেনদেন এবং সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) ডেবিট লেনদেনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ, অর্থ মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সরকারের ৪১টি মন্ত্রণালয় তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন/ভাতা EFT এর মাধ্যমে প্রদান করছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের সদস্যদের মধ্যকার লেনদেনসমূহের নিষ্পত্তি EFT এর মাধ্যমে করছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ব্যাংকিং-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দেশব্যাপী স্থাপিত Union Information and Services Center (UISC)-গুলোতে মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক ও ব্যাংকিং সেবা ইতোমধ্যে প্রদান করা হচ্ছে যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যারা ব্যাংকের গ্রাহক নয় তাদের কাছে সীমিত আকারে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।
- ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে Online Utility Bill Payment, একই ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে Online Funds Transfer এবং Credit Card Based Internet Payment চালু করার জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি ব্যাংক ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু করেছে এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে।
- মোবাইল হিসাব নেই-এরকম ব্যক্তিও এজেন্ট কিংবা অন্য গ্রাহকের মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে ক্যাশ ইন/আউট সহ অর্থ স্থানান্তর করছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে যা ঝুঁকিপূর্ণ এবং Guidelines on Mobile Financial Services for the Banks এর পরিপন্থী। বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ার কারণে মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে জালিয়াতি ও প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সঙ্গে আলোচনক্রমে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এ জালিয়াতি রোধকল্পে নির্দেশনাসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রদান মাধ্যম যেমনঃ এটিএম (ATM), পিওএস (POS), ইন্টারনেট, মোবাইল এপ্লিকেশন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টগুলো সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ্ (NPS) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। NPS প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন অংশীদারী সুইচ্ (switch) সমূহের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফরম তৈরি করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ তে প্রাথমিকভাবে National Payment Switch, Bangladesh (NPSB) সীমিত আকারে আন্তঃব্যাংক এটিএম লেনদেনের মাধ্যমে শুরু হয়। বর্তমানে ৪ (চার)টি বাণিজ্যিক ব্যাংক National Payment Switch, Bangladesh (NPSB)-এর সাথে যুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাংকগুলো উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আগষ্ট ২০১৩ এর তথ্য মোতাবেক বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এটিএম সংখ্যা প্রায় ৫,২৩২টি, পিওএস মেশিনের সংখ্যা ২২,২২৪টি এবং মোট ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের সংখ্যা ৮০ লক্ষ।
- কার্ড ও একাউন্ট নম্বর ব্যবহার করে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সরকারি বিলসমূহের অনলাইন পেমেন্ট করার জন্য NPSB এর আওতায় ই-পেমেন্ট গেটওয়ে কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক Real Time Gross Settlement (RTGS) পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে দাতাসংস্থা এডিবি ও বিশ্ব ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ-এর সাথে কাজ করে চলছে।
- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর আওতায় জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ১৩৯.৭৮ লক্ষ। মোট এজেন্ট সংখ্যা প্রায় ২,০৮,৮০৬। Alternative Payment Channels হিসেবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ২৮টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি ব্যাংক ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর্পোরেট/শিল্প কারখানা/অফিসসমূহের বেতন বিতরণ), সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর পরিশোধ), ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্টে) এবং অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা (উত্তোলিত সুবিধা), ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইত্যাদি কার্যক্রম করছে।

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে এ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ইতোমধ্যে ১৭টি দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জুলাই ২০১৩ এ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন EGMONT GROUP এর সদস্যপদ লাভ করেছে। ফলে EGMONT GROUP-এর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময় সহজতর হয়েছে।
- প্যারিসে অনুষ্ঠিত Financial Action Task Force (FATF)-এর প্লেনারিতে FATF-এর International Cooperation Review Group (ICRG) প্রক্রিয়া হতে বাংলাদেশ অব্যাহতি লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধনীসহ) এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে বিএফআইইউ-কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নগদ লেনদেন প্রতিবেদন এবং সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের অনলাইন রিপোর্টিং ও বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন কার্যকর বিশ্লেষণের লক্ষ্যে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) হতে ক্রয়কৃত 'go AML' software টির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসাবে অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীন ৮ জুন ১৯৯৩ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া ও বিধি প্রণয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিষয়সমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ৮ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পুঁজিবাজার এর জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন জারি করে, আগস্ট ১৮, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইনস পরিপালন বাধ্যতামূলক করে নোটিফিকেশন জারি করে,আগস্ট ২২, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রণয়ন করে, আগস্ট ১৮, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ আইপিও-তে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা প্রসঙ্গে নোটিফিকেশন জারি করে,অক্টোবর ১০, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে অ-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশনাজারি করে।

কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জন

কমিশন এর IOSCO 'A' ক্যাটাগরি সদস্য পদ অর্জন

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO) MMoU এর পূর্ণ স্বাক্ষরকারী হওয়ার জন্য ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত IOSCO এর প্রধান কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে বিএসইসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব জানানো হয়। ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে কমিশন MMoU তে স্বাক্ষর করে। এর ফলে বিএসইসি "B" ক্যাটাগরি সদস্য থেকে "A" ক্যাটাগরি সদস্যে উন্নীত হয়। এতে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং পুঁজিবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন

মহান জাতীয় সংসদ গত মে ২, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, এক্সচেঞ্জ সমুহের কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্টা, সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগকারিদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াবলি নিশ্চিত করার জন্য বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রনয়ন করে। ফলশ্রুতিতে, ২১ নভেম্বর,২০১৩ খ্রিঃ উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড হয়। ইতোমধ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজ স্কিম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। এক্সচেঞ্জ সমুহের সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন সম্পন্ন হয়। উভয় ষ্টক এক্সচেঞ্জে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড রয়েছে। প্রত্যেক বোর্ডে ০৭ জন করে ইনডিপেন্ডেন্ট পরিচালক রয়েছেন যারা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত। এ ছাড়াও ০৪ জন ষ্টক এক্সচেঞ্জের নির্বাচিত পরিচালক, ০১ জন স্ট্রাটেজিক বিনিয়োগকারিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে পরিচালক থাকেন। ষ্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন ইনডিপেন্ডেন্ট পরিচালক হতে। ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর ফলে ষ্টক এক্সচেঞ্জ লাভ/লোকসান জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর লাভ/লোকসান অর্থাৎ ব্যবসার দিকটি দেখে থাকেন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারিদের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে। এর ফলে ষ্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক হয়েছে এবং পরিচালনা পদ্ধতি বৈশ্বিক মানদন্ড অর্জন করেছে।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যাবলি

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

- ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ সমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথকীকরণের লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেটে ২ মে ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কিমের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে ।
- Bond Market উন্নয়নের লক্ষ্যে Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 এর প্রজ্ঞাপন জানুয়ারি ৩০, ২০১৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- মিউচ্যুয়াল ফান্ড সেক্টরকে আরো শক্তিশালী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন ০৮ জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- শেয়ার বাজারে কারচুপি ও অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করার মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার (Surveillance Software) স্থাপন করেছে।
- পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal গঠন করা হয়েছে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার-ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের মার্জিন ও নন-মার্জিন ঋণ হিসাব (বিও) উভয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারিদের জন্য চলতি ২০১২ থেকে আগামী ৩০ জুন ২০১৪ সালে ইস্যুকৃত সকল পাবলিক ইস্যুতে ২০ শতাংশ কোটার সংরক্ষণ রাখা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত বিশেষ স্কিম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারিদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মাধ্যমে উক্ত টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন এর কার্যক্রম চলছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে বিদেশি ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে বিদেশি পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা আরো বেশি বেশি তহবিল বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
- দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ১০ বছরের Master Plan প্রণয়ন করেছে।
- পুঁজিবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারিসমূহের তহবিল সর্বনিম্ন ৫১ শতাংশ প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। এতে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারি সমূহের মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং তারল্য সংকট দীর্ঘ মেয়াদে অবসান হবে।
- Investors, Academicians ও Policy Maker-দের Access to information নিশ্চিত করবার জন্য বিএসইসি কর্তৃক Equity Research Publications উন্মুক্ত করা হয়েছে। সেই মোতাবেক Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আগস্ট ২২, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইনস পরিপালন বাধ্যতামূলক করে নোটিফিকেশন, ১৮ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিঃ জারি করা হয়েছে।
- আইপিও-তে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা প্রসঙ্গে নোটিফিকেশন, ১৮ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিঃ জারি করা হয়েছে।
- লিস্টেড কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে কমিশনের নির্দেশে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে কর্পোরেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত ও বিনিয়োগকারিদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ পূর্বক পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, ডিএসই ও সিএসই'র সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- Closed-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড হইতে Open-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এ রুপান্তরের নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে জারি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নতুন সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "Instant Watch Market" ব্যবহার করে যাতে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে বাজার সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যে "Guidelines on Implementation of the BSEC's New Market Surveillance System" নামক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মনোগ্রাম (Logo) পরিবর্তন করা হয়েছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন, ২০১৩ সালের ৫২৫টি থেকে বেড়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ৫৩১ টিতে দাঁড়ায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০,২০০.২৬ কোটি টাকা, যা ৩০ শে জুন ২০১৩ এর ৯৮,৩৫৯.৪২ কোটি টাকার তুলনায় ১.৮৭ শতাংশ বেশি। ৩০শে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৫৩,০২৪.৬০ কোটি টাকা, যা ১৫.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৯২,৩১২.৩০ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৩ সালের জুন শেষে ছিল ৪১০৪.৬৫ পয়েন্ট যা ফেব্রুয়ারি ২৭,২০১৪ এ ১৫.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৭৪৯.৮৭ পয়েন্ট। জুন-ডিসেম্বর, ২০১৩ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮,৩৫৯.৪২ কোটি টাকা থেকে ৯৯,৯৯৩.৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১.৬৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ২,৫৩,০২৪.৬০ কোটি টাকা থেকে ২,৬৪,৭৭৯.০৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ৪.৬৫ শতাংশ বেশি।

সারণি ৫.৮ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০০৫	২৮৬	২২	৭,০৩১.৩	২২,৮২৯.০	৬,৪৮৩.৬	১,২৭৫.১	
২০০৬	৩১০	১২	১১,৮৪৩.৭	৩১,৫৪৪.৬	৬,৫০৬.৯	১,৩২১.৪	
২০০৭	৩৫০	১৪	২১,৪৪৭.০	৭৪,২১৯.৬	৩২,২৮২.০	২,৫৩৬.০	
২০০৮	৪১২	১২	৩৭,২১৫.৬	১,০৪,৩৭৯.৯	৬৬,৭৯৬.৫	২,৩০৯.৪	
২০০৯	৪১৫	১৮	৫২,২০৯.৯	১,৯০,৩২২.৮	১,৪৭,৫৩০.১	৩,৭৪৭.৫	
২০১০	৪৪৫	১৮	৬৬,৪৩৪.০	৩,৫০,৮০০.৬	৪,০০,৯৯১.৩	৬,৮৭৭.৭	
২০১১	৪৯০	৭	৮০,৯৩৬.৭	২,৮৫,৩৮৯.২	৯০,২৪৮.৩	৫,০৯৩.২	
২০১২	৫১৫	১৭	৯৪,৯৮৭.৫৭	২,৪০,৩৫৫.৫৬	১,০০,১০৮.৪৯	৪২১৯.৩১	
জুন ২০১৩	৫২৫	৬	৯৮,৩৫৯.৪২	২,৫৩,০২৪.৬০	৩৬,৯০২.৬৭	৪৩৮৫.৭৭	৪১০৪.৬৫
ফেব্রু,২০১৪	৫৩১	৩	১,০০,২০০.২৬	২,৯২,৩১২.৩০	২৩,৪৮৭.৯৩		৪৭৪৯.৮৭

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

নোট: * আগস্ট ০১,২০১৩ ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়।** এস এন্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি " ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজিঃ অনুযায়ী জানুয়ারি ২৮,২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইন্ডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে।

লেখচিত্র ৫.৭: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্য সূচকের গতিধারা

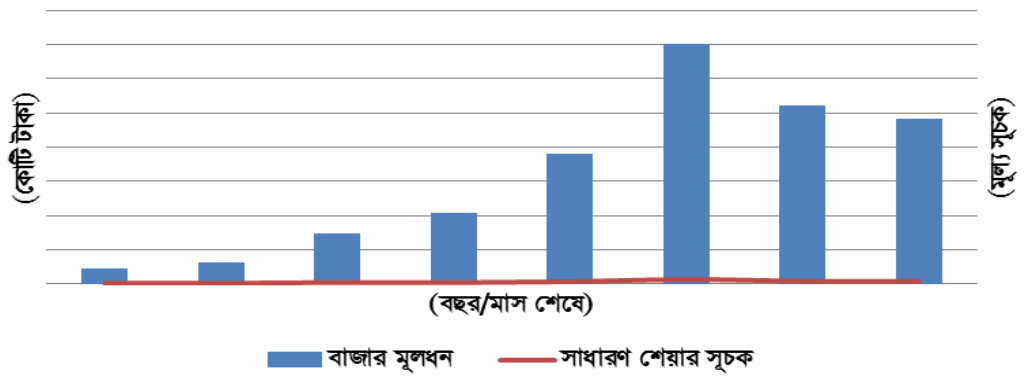

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন, ২০১৩ সালে ২৬৬ টি থেকে বেড়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ২৭১ টিতে দাঁড়ায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩,৮৮১.৬১ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৩ এর ৪২,৮৫৬.৪৩ কোটি টাকার তুলনায় ২.৩৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,৯১,৯৮৯.০৬ কোটি টাকা, যা ১৮.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,২৮,৪০৫.৪৫ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্যসুচক জুন, ২০১৩ শেষে ছিল ১২,৭৩৮.২৩ পয়েন্ট যা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এ ১৫.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৬৭২.৭০ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৯: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২১০	১৬	৫,৫৫১.৯	২১,৯৯৪.৩	১,৪০৪.৩	৩,৩৭৮.৭
২০০৬	২১৩	৬	৬,৯৩৭.৯	২৭,০৫১.১	১,৫৮৯.৩	৩,৭২৪.৪
২০০৭	২২৭	১৩	৮,৯১৭.৪	৬১,২৫৮.০	৫,২৫৯.০	৭,৬৫৭.১
২০০৮	২৩৮	১২	১২,১৬০.৩	৮০,৭৬৮.৪	৯,৯৮০.৪	৮,৬৯২.৮
২০০৯	২১৭	১৮	১৫,৫১২.৫	১,৪৭,০৮০.৭	১৬,২৫৬.৩	১৩,১৮১.৪
২০১০	২৩২	১৮	২০,১১১.৫৬	২,৫৩,৪৩৯.৩	২১,৫২০.৪	১৮,১১৬.১
২০১১	২৪১	৬	৩২,২১২.৯	১,৯৭,২৪২.৩	১৮,৬৩৩.৭	১৪,৮৮০.৪
২০১২	২৫১	৬	৩৭,৫২৭.৪৯	১,৮৭,৮১৭.১৪	১,৯৫৯.৫	১৩,৭৩৬.৪
জুন,২০১৩	২৬৬	১৪	৪২,৮৫৬.৪৩	১,৯১,৯৮৯.০৬	১০,১৯৮.৭১	১২,৭৩৮.২৩
ফেব্রুয়ারি,১৪	২৭১	৭	৪৩,৮৮১.৬১	২,২৮,৪০৫.৪৫	৭,৬৪৯.৭৯	১৪,৬৭২.৭০

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

নোট: ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।
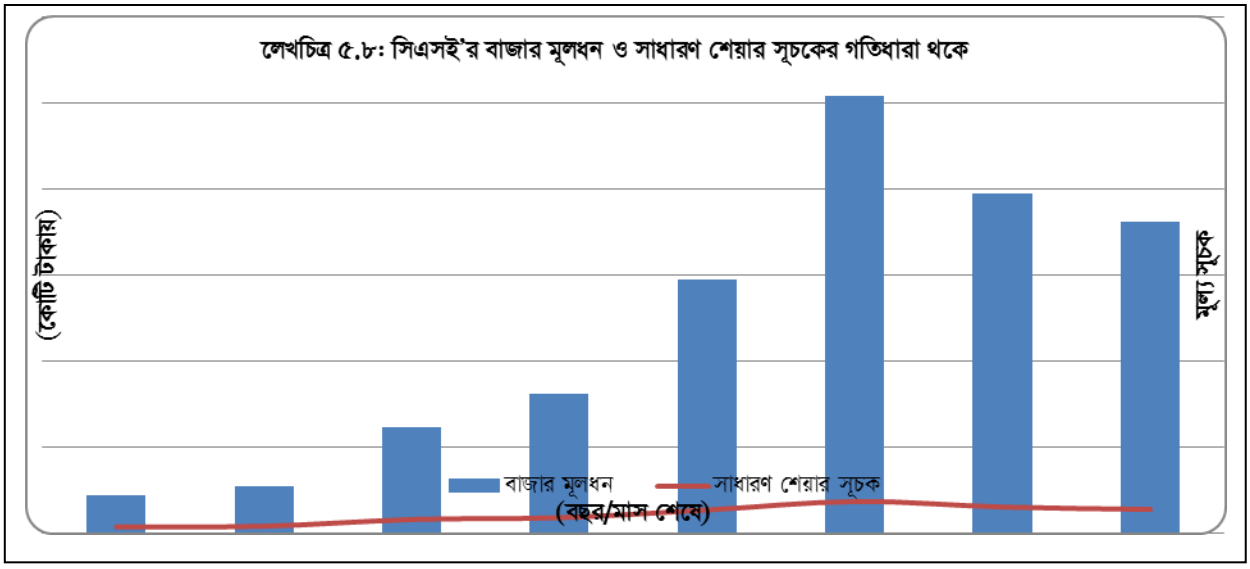
লেখচিত্র ৫.৮-এ ২০০৫ সাল থেকে সিএসইর বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচকের গতিধারা দেখানো হলো।